১৪ জুলাই কমরেড কামরুল মাস্টার'র ২২তম শহীদ দিবস পালন করুন

"... প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা হোল, গ্রামাঞ্চলে ঘাঁটি গেড়ে দৃঢ় ভিত্তিতে সশস্ত্র সংগ্রামের পথে শ্রমিক-কৃষক ও মেহনতী মানুষের ঐক্য গড়ে তোলা।" **— কম. চারু মজুমদার**

সংগ্রামী জনগণ,

১৪ জুলাই ২০০৬, তৎকালীন বিএনপি-জামাত জোট সরকারের খুনী RAB বাহিনী পূর্ববাঙলার মাওবাদী নেতা কমরেড কামরুল মাস্টারকে ক্রসফায়ারের নাটক সাজিয়ে পাবনায় হত্যা করে। এর পূর্বে তাঁকে সস্ত্রীক ঢাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়। কমরেড কামরুল মাস্টার ছিলেন পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (এম-এল) (লাল পতাকা)-র কেন্দ্রীয় নেতা।

কমরেড কামরুল মাস্টার ছাত্রাবস্থা থেকেই ৬০-এর দশকে বিপ্লবী রাজনীতির সাথে যুক্ত হন। নকশালবাড়ি কৃষক সংগ্রামের প্রভাবে পূর্ববাঙলায় কৃষিবিপ্লবের ঢেউ আছড়ে-পড়ে; তার ধারাবাহিকতায় পাবনা-সিরাজগঞ্জসহ সারাদেশে সশস্ত্র সংগ্রাম দ্রুত বিস্তার লাভ করে। কমরেড কামরুল মাস্টার তৎকালীন পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (এম-এল)-এর রাজনীতির সংস্পর্শে আসেন। ৭১-এর সশস্ত্র যুদ্ধসহ গ্রামাঞ্চলে শ্রমিক-কৃষকের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তিনি একনিষ্ঠভাবে নিজেকে নিয়োজিত করেন। এ কারণে ৭০-এর দশকে তাঁকে কয়েকবছর কারাগারে কাটাতে হয়। জেল থেকে বের হয়ে তিনি আবারও পার্টি পুনর্গঠনের কাজে যুক্ত হন। জনগণের সাথে একাত্ম হওয়ার পথে স্থানীয়ভাবে তিনি শিক্ষা-বিস্তারসহ নানা কর্মকাণ্ডে যুক্তও ছিলেন।

কমরেড কামরুল মাস্টার মহান সাংস্কৃতিক বিপ্লবের অনুপ্রেরণায় সমগ্র জীবন বিপবের স্বার্থকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছেন। সংগ্রামের প্রতিটি পর্বে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদের বিপ্লবী রাজনীতিকে তিনি প্রয়োগ করেছিলেন। তিনি কিছুটা সময় পার্টির সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করেছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে পাবনা-সিরাজগঞ্জ ও রাজশাহী অঞ্চলে সশস্ত্র সংগ্রাম বিকশিত হয়। তিনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে পার্টি ও পূর্ববাঙলার বিপ্লবী সংগ্রামকে এগিয়ে নিতে তত্ত্বগত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

আধা-উপনিবেশিক আধা-সামন্ততান্ত্রিক পূর্ববাঙলায় ভূমিহীন-দরিদ্র কৃষকের গেরিলা বাহিনী গঠন— শ্রেণীশত্রু খতম সহ সংগ্রামের মধ্য-দিয়ে গ্রামাঞ্চলে এলাকাভিত্তিক ক্ষমতা দখলের বিপ্লবী পথকে কমরেড কামরুল মাস্টার সমগ্র জীবন আঁকড়ে ধরেছিলেন। তিনি কৃষিবিপ্লবী রাজনীতির চেতনায় পার্টি ও জনগণকে সজ্জিত করতে নিরলস ভূমিকা পালন করেছিলেন। পার্টির ভিতর ও বাহিরে ডান-বাম সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে তিনি মতাদর্শিক সংগ্রাম পরিচালনা করেছিলেন। পূর্ববাঙলার সশস্ত্র বিপ্লবী সংগ্রামের ইতিবাচক-নেতিবাচক দিকসমূহকে চিহ্নিতকরণ ও মাওবাদী দিশায় তাকে এগিয়ে নেওয়ার কাজে তিনি সচেষ্ট ছিলেন।

এদেশের শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত জনগণের জীবন-জীবিকা আজও অনিশ্চিত। দিন দিন জমি হারিয়ে, নিঃস্ব হয়ে গ্রাম থেকে উচ্ছেদ হতে হচ্ছে গরীব কৃষকদের। আবার শহরেও কাজ নেই—

কাজের ন্যায্য-মজুরী নেই। ভিটে-মাটি বিক্রয় করে বিদেশে পাড়ি জমালেও মুখোমুখি হতে হয় অমানসিক পরিশ্রম, অনিশ্চয়তা ও দালালদের দৌরাত্ম্যের। নারীদের বেলায় এই দুর্বিষহ জীবন আরও কঠিন থেকে কঠিনতর মাত্রা ধারণ করে। দেশে নারী-শিশু নির্যাতনও বাড়ছে। বিদ্যুৎ-তেল-গ্যাসসহ সকল দ্রব্যের বাজারমূল্য আজ ঊর্ধ্বমুখী। এনজিও ঋণে গরীব মানুষ আজ আরও বেশি পর্যুদস্ত। অন্যদিকে আমলা-মুৎসুদ্দি ধনিক পুঁজিপতি ও জোতদার-মহাজন শ্রেণীর লোকজন লুটপাট, দূর্নীতি ও শোষণের মধ্য-দিয়ে কোটি কোটি টাকা লুট করছে। খুনী শেখ হাসিনার শাসন-পরবর্তী সময়ে ধর্মের নামে মৌলবাদ-সাম্প্রদায়িক শক্তিসমূহ রাজনৈতিক সুযোগকে কাজে লাগাচ্ছে,যার মধ্য-দিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত ও বিভক্ত করা হচ্ছে। শহুরে কথিত "গণঅভ্যুত্থান," নির্বাচন-সংস্কার কোনো পথেই জনগণের মুক্তি আসেনি। বরং বিএনপি, জামাত, এনসিপি, আওয়ামীলীগ সহ সকল দলই শ্রেণীশত্রুদের দল। এরা মার্কিন, রুশ, চীনা সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের দালাল। নানা চুক্তির মধ্য-দিয়ে জনগণকে আরও বেশি শোষণ ও নিজেদের ক্ষমতা পাকাপোক্ত করাই এদের লক্ষ্য। সেনাবাহিনী-পুলিশ ও RAB এদেরই পাহারাদার। এদেশের ভিন্ন ভিন্ন জাতিসত্তার জনগণও শোষিত-নির্যাতিত হচ্ছে এই শোষকশ্রেণীর দ্বারা। সারাবিশ্বেও পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা যুদ্ধংদেহী অবস্থায় রয়েছে। রাশিয়া-ইউক্রেন-ন্যাটো যুদ্ধ যেমন চলছে তেমনি মার্কিন-ইসরায়েল একত্রে ইরান, ফিলিস্তিন, লেবাননের জনগণের উপর অন্যায়-যুদ্ধ চাপিয়ে দিচ্ছে। ভূরাজনীতিতে কর্তৃত্ব কায়েম ও বাজার দখলের আন্তঃসাম্রাজ্যবাদী দ্বন্দ্ব প্রকট হচ্ছে। সকল সংকট মোকাবেলা করে ভারত, ফিলিপাইন, তুরস্ক সহ দেশে দেশে মাওবাদী সংগ্রাম জনগণকে মুক্তির দিশায় অবিচল রেখেছে।

সংগ্রামী জনগণ, দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধই মুক্তির একমাত্র পথ। শ্রমিক-কৃষকের মুক্তির জন্য কৃষিবিপ্লবকে কেন্দ্রে রেখে গ্রামাঞ্চলে ঘাঁটির লক্ষ্যে ভূমিহীন-দরিদ্র কৃষকের বাহিনী প্রস্তুতকরণ ও শোষকশ্রেণীর কর্তৃত্ব উচ্ছেদে শ্রেণীশত্রু খতমের মধ্য-দিয়ে গেরিলা যুদ্ধকে বিকশিত করতে হবে। জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচীতে শহর-গ্রামে জনগণকে সশস্ত্রকরণ-সংগঠিতকরণের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে।

আসুন, কমরেড কামরুল মাস্টারসহ হাজারো শহীদের লাল পতাকাকে ঊর্ধ্বে তুলে সাম্যবাদ-সমাজতন্ত্র অভিমুখী জনগণতান্ত্রিক পূর্ববাঙলা কায়েম করি।

মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদ— জিন্দাবাদ! **কম. চারু মজুমদারের শিক্ষা— অমর হোক!**

কম. কামরুল মাস্টার— লাল সালাম! **দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধ— জিন্দাবাদ!**

পূর্ববাঙলার কমিউনিস্ট পার্টি (মাওবাদী)

কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক কমিটি

জুলাই ২০২৬